

‘Majestic’ WWII Spitfire set for round-the-world flight

AFP, Chichester

Two British aviators yesterday took off on a first-ever attempt to fly a Spitfire around the world, proclaiming the iconic fighter plane as a symbol of freedom.

The restored plane fought in World War II but has been de-militarised, stripped of its guns and paintwork to reveal the shining, silvery metal underneath.

“It’s the most majestic machine,” pilot Steve Brooks told AFP.

“We’re hoping to reacquaint people with the beauty and the aesthetic of the Spitfire.”

The 76-year-old plane is due to take off from Goodwood Aerodrome in England for a four-month, 43,500-kilometre (27,000-mile) adventure westwards around the globe.

Taking turns, Brooks, 58, and Matt Jones, 45, who run a flight academy, will pilot the Silver Spitfire to around 30 countries and soar over some of the world’s most cherished landmarks.

Agile, short-range interceptors, Spitfires were crucial in the 1940 Battle of Britain as the UK fought off the threat of an invasion by Nazi Germany.

A design classic with elliptical wings, the outline of a Spitfire is instantly recognisable.

“The Spitfire stands for freedom of humanity,” Brooks said.

Of around 20,000 built, fewer than 250 survive, with only 50 or so of those still airworthy. They rarely fly and are mostly based in Britain.

The mission hopes to honour those who designed, built, and flew the Spitfire and inspire those who see it to cherish their freedoms.

The silver plane will set off from Goodwood outside Chichester, near England’s south coast and head north for Scotland.

It will then cross the Atlantic Ocean via the Faroe Islands, Reykjavik, Greenland and remote parts of northern Canada.

The sponsor-funded expedition will then cross North America, Asia, the Middle East and Europe, in around 90 legs.

The plane will fly past some of the world’s most well-known sites, including the Grand Canyon, Mount Fuji, and some of the seven wonders of the ancient world in Egypt and Greece.

“To see the Silver Spitfire over the Golden Gate Bridge, the Statue of

CHT edging towards fresh tension

FROM PAGE 16

of National Human Rights Commission Prof Mizanur Rahman said the CHT Accord had been implemented for the most part, but several clauses of the accord have remained unimplemented.

One main reason behind this has been the concern that the treaty’s full implementation may pose a threat to national security and sovereignty of the country, he said.

“The state has to get rid of such doubts or phobias,” he said,

Workers Party of Bangladesh President Rashed Khan Menon said the main reason behind the tension prevailing in the hills is the lack of

implementation of the accord.

The CHT Land Dispute Resolution Commission was established but its improper functioning has left people there in frustration, he said.

Communist Party of Bangladesh President Mujahidul Islam Selim said ethnic exploitation and class exploitation had left the country’s indigenous community marginalised and deprived.

Rights activist Shaheen Anam said she feels ashamed of being a representative of the country’s majority community as the state could not ensure due rights of the indigenous people despite repeated pleas from them.

Minority agreement leader Rana Dasgupta said indigenous community people had achieved some successes, like bringing an amendment to the Land Dispute Resolution Commission Act.

However, lack of proper functioning of the commission is depriving the hill people of their due land rights, he said, hoping that the government will implement the remaining clauses of the accord in the next five years.

Stressing the need for continuous effort, Prof Dalem Chandra Barman, vice-chancellor of ASA University Bangladesh, said arranging rallies and seminars regularly would open up scopes for the indigenous people to achieve their goal.

From Page 10

রোড নং-১২০এ	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১	মোট ১১ টি	তারিখঃ- ২৮/১০/২০১৯খ্রিঃ। সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ০১.০০ ঘটিকা এবং দুপুর ০২.০০ থেকে বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
রোড নং-১২০বি	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯	মোট ০৯ টি	
রোড নং-১২০সি	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮	মোট ০৮ টি	
রোড নং-১২০ডি	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮	মোট ০৮ টি	
রোড নং-১২০ই	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০১০	মোট ০৯ টি	
রোড নং-১২০এফ	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬	মোট ০৬ টি	তারিখঃ- ৩১/১০/২০১৯খ্রিঃ। সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ০১.০০ ঘটিকা এবং দুপুর ০২.০০ থেকে বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
রোড নং-৩০৯	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০১০, ০১২	মোট ১০ টি	
রোড নং-৩১০	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮	মোট ০৮ টি	
রোড নং-৪০৩এ	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২, ০১৩, ০১৪	মোট ১৪ টি	
রোড নং-৩১৭	০০১, ০০২, ০০৪, ০০৬, ০০৮, ০১০, ০১২, ০১৪, ০১৬	মোট ০৯ টি	
রোড নং-৩১৬	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২, ০১৩, ০১৪, ০১৫, ০১৬, ০১৭, ০১৮, ০১৯, ০২০, ০২২, ০২৪, ০২৬	মোট ২৩ টি	তারিখঃ- ০৮/১১/২০১৯খ্রিঃ। সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ০১.০০ ঘটিকা এবং দুপুর ০২.০০ থেকে বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
রোড নং-৩১৫	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২, ০১৩, ০১৪, ০১৫, ০১৬, ০১৭, ০১৮, ০১৯, ০২০, ০২১, ০২২, ০২৩, ০২৪, ০২৫, ০২৬, ০২৭, ০২৮, ০৩০	মোট ২৯ টি	
রোড নং-৩১৩	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২, ০১৩, ০১৪, ০১৫, ০১৬, ০১৭, ০১৮, ০১৯, ০২০, ০২১, ০২২, ০২৩, ০২৪, ০২৫, ০২৬, ০২৭, ০২৮, ০২৯, ০৩০	মোট ৩০ টি	
রোড নং-৩১৪	০০২, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২, ০১৩, ০১৪, ০১৫, ০১৬, ০১৭, ০১৮, ০১৯, ০২০, ০২১, ০২২, ০২৪, ০২৫, ০২৬, ০২৭, ০২৮, ০২৯, ০৩০	মোট ২৮ টি	
রোড নং-৩১১	০০২, ০০৪	মোট ০২ টি	
রোড নং-৩১২	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২, ০১৩, ০১৪, ০১৫, ০১৬, ০১৭, ০১৮, ০১৯, ০২০, ০২১, ০২২, ০২৩, ০২৫, ০২৭, ০২৯	মোট ২৬ টি	তারিখঃ- ০৮/১১/২০১৯খ্রিঃ। সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ০১.০০ ঘটিকা এবং দুপুর ০২.০০ থেকে বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
রোড নং-৩১১	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২, ০১৩, ০১৪, ০১৫, ০১৬, ০১৭, ০১৮, ০১৯, ০২০, ০২১, ০২২	মোট ২২ টি	
রোড নং-৪১১	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২, ০১৩, ০১৪, ০১৫, ০১৬, ০১৭, ০১৮, ০১৯, ০২০, ০২১, ০২২, ০২৩, ০২৫, ০২৭, ০২৯, ০৩১, ০৩৩, ০৩৫, ০৩৭, ০৩৯, ০৪১	মোট ৩২ টি	
রোড নং-১২২ডি	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২	মোট ১২ টি	
রোড নং-১২২এইচ	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৮, ০১০, ০১২	মোট ০৯ টি	
রোড নং-১২২জি	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২	মোট ১২ টি	তারিখঃ- ০৭/১১/২০১৯খ্রিঃ। সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ০১.০০ ঘটিকা এবং দুপুর ০২.০০ থেকে বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
রোড নং-১২২এফ	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২	মোট ১২ টি	
রোড নং-১২২ই	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২	মোট ১২ টি	
রোড নং-৪০৯	০০১, ০০২, ০০৩, ০০৪, ০০৫, ০০৬, ০০৭, ০০৮, ০০৯, ০১০, ০১১, ০১২, ০১৩, ০১৪, ০১৫, ০১৬, ০১৭, ০১৮, ০১৯, ০২০, ০২১, ০২২, ০২৩, ০২৪, ০২৫, ০২৬, ০২৭, ০২৮, ০২৯, ০৩০, ০৩১, ০৩২, ০৩৩, ০৩৪, ০৩৫, ০৩৬, ০৩৭, ০৩৮, ০৩৯, ০৪০, ০৪১, ০৪২	মোট ৪২ টি	

সর্বমোট প্রুট = ৭৯৫ টি		
প্রকল্পের ২৬নং সেক্টরের (আংশিক) বর্ণিত প্রুট সমূহের বরাদ্দ গ্রহীতা/গ্রহিত্রী/আম-মোজার গ্রহীতা/গ্রহিত্রীগণকে প্রুটের ৩য় কিস্তির টাকা আগামী ০৭/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখের মধ্যে (যদি কেহ পরিশোধ না করে থাকেন) পরিশোধ করতঃ প্রুটের দখল গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। দখল গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বরাদ্দগ্রহীতাগণকে তালিকায় বর্ণিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী প্রুটের সাময়িক ও চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র, সকল কিস্তি পরিশোধের ব্যাংক রশিদসহ, বরাদ্দগ্রহীতা/গ্রহিত্রীর ভোটার আইডি ও জী/স্বামীর ভোটার আইডি এবং উভয়ের জন্ম নিবন্ধন/এস.এস.সি সার্টিফিকেট/কারিনামা সহ পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের ১নং সেক্টরস্থ (ইউসফ গঞ্জ হাই স্কুল এন্ড কলেজ সল্লাল/ইছাপুরা বাজার) রাজউকের সাইট অফিসে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ৩য় কিস্তির টাকা পরিশোধ করা না হলে দখল হস্তান্তর করা হবেনা এবং আগামী ০৭/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৩য় কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে বরাদ্দগ্রহীতাদের ১২% হারে বিপরী ফিসহ ৩য় কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রুটের দখল পরবর্তীতে প্রদান করা হবে। তালিকায় বর্ণিত বরাদ্দ গ্রহীতা/গ্রহিত্রী/আম-মোজার গ্রহীতা/গ্রহিত্রীগণ নিজ দায়িত্বে ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করে নেবেন। ২৬নং সেক্টরের অবশিষ্ট প্রুট সমূহের দখল হস্তান্তরের তারিখ ও সময় শীঘ্রই জানানো হবে। অন্যান্য সেক্টরের রাস্তাঘাট নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় দ্রুত সমাপ্ত করে অচিরেই অন্যান্য সেক্টর সমূহের প্রুটের দখল হস্তান্তর প্রদান করা হবে। বর্তমানে শুরু হওয়া দখল হস্তান্তরের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে।		
স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত		
সচিব		
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা		
জিডি-১৩২৩		

Minni seeks bail from HC

FROM PAGE 16

Minni added that she put her life in danger by desperately trying to prevent the attackers and save her husband, which has been videotaped and run by the media.

She said she had been made accused in the instant case proceedings which had been done with an ulterior motive on the instructions of a vested quarter.

Minni added that her confessional statement was recorded in violation of the directives issued by the apex court and hence, her statement under section 164 of the Criminal Procedure Code (CrPC) had no legal basis.

She claimed that her confessional statement was neither voluntary nor true and hence, it had no basis in the eye of law.

She mentioned that the CrPC has a provision that the women, sick or children etc, if accused in non-bailable offences, he/she may be considered for bail. Hence, she might be granted bail in the case.

Yesterday, petitioner’s counsel ZI Khan Panna placed the bail petition before the HC bench of Justice Sheikh Md Zakir Hossain and Justice Md Mostafizur Rahman for hearing it and granting his client bail.

But Deputy Attorney General Rezaul Karim prayed for an adjournment of the hearing, saying that Attorney General Mahbubey Alam would place arguments on the petition.

Then the HC bench said the petition would be included in its today’s cause-list.

Earlier, two separate courts in Barguna rejected Minni’s bail petitions on July 22 and 30.

Police arrested Minni after a daylong interrogation on July 16. A court placed her on a five-day remand the following day. Three days later, a Barguna court recorded her statement.

On June 26, Rifat, 25, an internet service provider, was hacked to death in broad daylight in Barguna town.

5 killed

FROM PAGE 16

Sub-Inspector Akram Hossain and constable Motiur Rahman were injured in the incident. The two were given primary treatment at Mymensingh Police Lines Hospital, said police.

In Cox’s Bazar, two suspected drug peddlers, including a Rohingya man, were killed in a “gunfight” with BGB in Teknaf upazila.

The dead are Nurul Islam, 27, of Kutupalong Rohingya camp, and Delwar Hossain, 30, of Teknaf upazila. Lt Col Faisal Hasan Khan, captain of Teknaf BGB, said they launched a drive at Kharangkhal of Hoikang near the Naf river around 3:30am yesterday.

“Sensing the presence of law enforcers, the drug peddlers opened fire at police, triggering the gunfight,” the BGB official said.

The two injured were admitted to Teknaf Health Complex. Later, they were shifted to Cox’s Bazar Sadar Hospital where doctors declared them dead, the BGB official added.

The BGB said they seized 20,000 yaba pills, two arms, two sharp weapons and four bullets from the spot.

The two bodies were sent to the hospital morgue for autopsies. The BGB filed a case with Teknaf Police Station in this regard.

In Habiganj, suspected robber

Clashes, travel chaos

FROM PAGE 16

Activists descended on subway stations during morning rush hour, deliberately keeping open doors to stop trains departing and paralysing large parts of a network that millions of people use daily.

In the afternoon they held seven simultaneous rallies, stretching the resources of police who have become lightning rods for public anger.

Tear gas was fired in four separate locations, with the most sustained volleys outside the city’s parliament, making yesterday’s clashes the most geographically spread out so far.

In a briefing that highlighted the longevity of the protests, police said they had fired more than 1,000 rounds of tear gas and 160 rubber bullets since rallies began on 9 June, with 420 people arrested and 139 officers injured so far.

But the protesters remain unbowed. “Support for the political strike today seems strong and it has been bolstered further by the escalating violence between the police and protesters,” political analyst Dixon Wong told AFP.

FLIGHTS CANCELLED, SHOPS CLOSED

The strike -- a rare occurrence in a freewheeling finance hub where unions traditionally have little sway -- hit the vital aviation sector.

More than 160 flights at the city’s airport, one of the world’s busiest, were listed as cancelled yesterday afternoon. Many of the disrupted flights were with Cathay Pacific.

The carrier did not give a reason for the cancellations, but its flight attendants union confirmed some of its members had walked out.

Some key roads were also blocked, causing gridlock.

Many shops across the city were

In a video footage of the incident that went viral in social media, Minni was seen screaming and trying in vain to save her husband from the attackers.

Rifat’s father filed a murder case with Barguna Sadar Police Station against 12 people on the day of the murder.

Prime accused in the case, Nayan Bond, was killed in a “gunfight” with police on July 2.

Air strike

FROM PAGE 16

wounded. This is only an initial toll of casualties.”

The LNA seized Murzuq at the start of this year as part of an offensive to control the oil-producing south. But it later moved out to concentrate forces north where it has been trying to take the capital Tripoli in a four-month campaign.

The LNA said in a statement its strike had targeted “Chadian opposition fighters”, a phrase that usually refers to Tebu tribesmen opposing them in the area.

Haftar’s LNA, allied to a parallel government based in eastern Libya, has seen its advance on Tripoli held up by robust defences on the outskirts of the capital, and said it would start heavy air strikes after “traditional means” of war had been exhausted.

On Sunday, the UN Libya mission (UNSMIL) condemned in a statement “the repeated indiscriminate shelling” of Tripoli’s only functioning airport after several strikes in the past days.

The United Nations did not name the LNA but said the attacks had “continued unabated” since the start of the LNA offensive on Tripoli.

There was no immediate UN comment on the Murzuq strike.

Haftar’s attempt to capture Tripoli has derailed UN attempts to broker an end to the chaos that has prevailed in Libya since the Nato-backed overthrow of Muammar Gaddafi in 2011.

Farmers

FROM PAGE 16

most as they could not feed their cattle due to a crisis of dry food.”

However, the crisis will be overcome and there will be no shortage of cattle for slaughter during the Eid on August 12, according to DLS officials.

“There are enough cattle ready for slaughter,” said Rahman.

Afaz Sheikh of Santosh village in Shahjadpur upazila in Sirajganj incurred a loss of Tk 10,000 as he sold off his cow. “My cow became lean as I could not feed it.”

Apart from dry feed, grass is a good source of nutrients for cattle but grass in the grazing fields and low lands have all been damaged in flood waters.

In Sirajganj, about 134 acres of low land, where Napier grass is cultivated, was completely inundated.

DLS officials said grass worth about Tk 75 lakh has been damaged in the affected areas. Prices of dry food has risen, in response to the shortage.

The price of a 50kg sack of chaff and silage shot up by Tk 150-Tk 200 to Tk 1,380 and Tk 1,750 in Sirajganj and Pabna, reports our local correspondent.

The price of paddy straw, another popular dry feed for cattle, also doubled to Tk 400 a maund.

“Although big farmers have managed to buy feed, the marginal farmers are facing a crisis,” said Aktaruzzaman Bhuiyan, deputy livestock officer of Sirajganj.

Many farmers took shelter at nearby embankments with their cattle, he said. They procured about 3 tonnes of dry feed and distributed among the farmers in Sirajganj, he added.

Dr ABM Khaleduzzaman, assistant director (farm) of DLS, said meeting the feed crisis is now the main challenge.

The government has taken an initiative to distribute about Tk 1 lakh to Tk 1.5 lakh each to worst-affected marginal farmers in 160 flood-hit upazilas, he said.

Besides, DLS officials collected 100 tonnes of granular cattle feed, about 40 tonnes of which will be distributed in the worst-hit areas of the northern districts.

According to DLS, there are 45 lakh cows and buffaloes, 72 lakh goats and sheep and 6,536 other cattle ready for slaughter this upcoming Eid.

Last year, there were 1.15 crore cattle before Eid and about 1.05 crore of those were slaughtered.

“We usually add five lakh cattle to the number of cattle slaughtered the previous year to estimate the demand. So, the demand for cattle this year is 1.10 crore,” said Khaleduzzaman, adding that there is surplus in the number of cattle.

[Our correspondents from Bogura, Pabna and Jamalpur also contributed to this report]

Operation

FROM PAGE 16

years that neither the Biman, nor the Saudi Airlines canceled a single flight due to hajj agencies’ mismanagement and failure to send hajj aspirants on their respective flights,” he added.

Saiful Islam, director at Ashkona Hajj Camp, said a total of 1,22,093 hajj aspirants already reached Saudi Arabia as of 12:00am on Sunday by 351 flights of Biman and Saudi Airlines.

The rest of 4,608 hajj aspirants are scheduled to fly to Saudi Arabia by 11 flights of Biman and Saudi Airlines on the last day of hajj flight.

Saiful said visas of 222 hajj aspirants couldn’t be arranged as most of them expressed unwillingness to perform hajj this year citing various reasons, including illness and family problems.

The operation of hajj flights had begun on July 4.

The last hajj flight of Biman left Hazrat Shahjalal International Airport at 3:15pm, yesterday. For Saudi Airlines, the last hajj flight is scheduled to leave Dhaka at 5:47am of Monday, according to Hajj Office at Ashkona Hajj Camp.

Visiting the hajj camp yesterday, this correspondent found hajj aspirants talking to their near and dear ones as they were waiting for their scheduled flights.

“I faced only some small problems to go to Saudi Arabia. My flight is at 4:08am Monday,” he said.

The busy Ashkona Hajj Camp in the city’s Uttara was clam and quiet yesterday with only few hajj aspirants waiting for their scheduled flights.

Man walks

FROM PAGE 16

his home on Mt. Wilis, a dormant volcano.

Indonesia suffers from one of the high rates of deforestation in the world, according to Greenpeace.

Bastoni walks 20 to 30 kilometres backwards every day under the scorching sun, with a rear-view mirror attached to his backpack to avoid bumping into objects.

Along the way, supporters cheer him on, offer him meals or a place to stay overnight. But Bastoni always leaves at dawn to stay on schedule.

Walking backwards is meant as a signal to Indonesians to reflect on the past and remember how national heroes fought for the good of the country, he said.